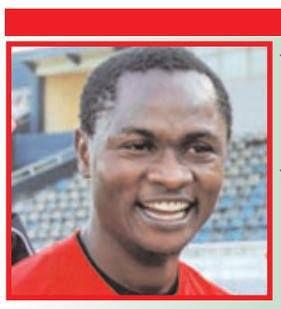

আই লিগে পাঁচ বার সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পেয়েছেন ওকোলি ওডাফা। অথচ এবার চোটের জন্য গোকুলাম দল থেকে বাদ পড়লেন তিনি।

মাঠে-ময়দানে

রঞ্জি ট্রফির পর মুস্তাক আলি ট্রফিতেও ব্যর্থ বাংলা। বাংলার ব্যর্থতার জন্য সবাই আঙুল তুলছেন অধিনায়ক মনোজ তেওয়ারির দিকে।

সিরিজ জয়ই লক্ষ্য কোহলির

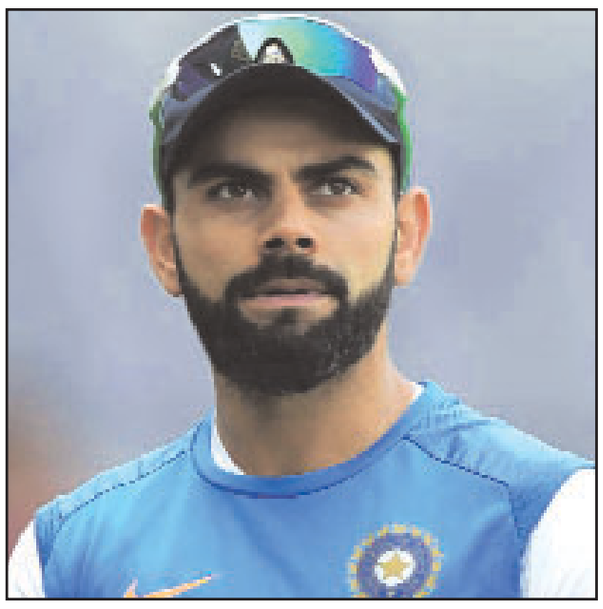

স্টাফ রিপোর্টার: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হারলেও একদিনের সিরিজে দাপট দেখাচ্ছে ভারত। প্রথম তিনটি ম্যাচে দুরন্ত জয়ের পর চতুর্থ একদিনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল ভারতকে। ৬ ম্যাচের সিরিজে ভারত আপাতত এগিয়ে ৩-১ ব্যবধানে। তাই আজ মঙ্গলবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে পঞ্চম ম্যাচে জয় পেলেই একদিনের সিরিজ দখলে নিতে পারবে বিরাট কোহলির ভারতীয় দল। চতুর্থ ম্যাচে বড় রান করেও ভারতের জয় অধরা থাকার পেছনে দায়ী ছিল বৃষ্টি। বৃষ্টির জন্য ওভার কমে আসায় ভারতকে হারতে হয়েছিল চতুর্থ একদিনের ম্যাচে। তবে সেই হার এখন অতীত টিম ইন্ডিয়ার কাছে। ভাবনায় শুধু পঞ্চম একদিনের ম্যাচ। কারণ এই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিতে পারলে একদিনের সিরিজ দখল করবে টিম ইন্ডিয়া। টেস্ট সিরিজে হারের অন্যতম কারণ ছিল আবহাওয়া। তৃতীয় টেস্টে জয়ের পর একদিনের প্রথম তিনটি ম্যাচেও সহজে জয় পায় ভারত। প্রতিপক্ষ দলে এ বি ডিভিলিয়ার্স ফিরে আসার পর দক্ষিণ আফ্রিকা দল চতুর্থ একদিনের ম্যাচে জয় পেয়েছে। সিরিজ দখলের ম্যাচে জয়ের জন্য কোচ রবি শাস্ত্রী বড় ভরসা অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এ ছাড়া রয়েছেন অভিজ্ঞ ধোনি, শিখর ধাওয়ানের পাশাপাশি কুলদীপ যাদব, যজুবেন্দ্র চহাল, হার্দিক পান্ডিয়ারা। অন্যদিকে, চতুর্থ ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে ব্যবধান কমানোর পর পঞ্চম ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরানোর আশা জিইয়ে রাখতে চান দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কের। ভারতের বিরুদ্ধে পঞ্চম ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বড় ভরসা ডেভিড মিলার, হেনরি, রাবাদা, এ বি ডিভিলিয়ার্স। চোট সারিয়ে দলে ফিরলেও চতুর্থ ম্যাচে রান পাননি ডিভিলিয়ার্স। তবে পঞ্চম ম্যাচে ডিভিলিয়ার্সের ব্যাটে রানের দিকে তাকিয়ে প্রোটিয়া শিবির। এখন দেখার, পঞ্চম ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে টিম ইন্ডিয়া একদিনের সিরিজ দখলে নিতে পারে কি না। অন্যদিকে, জয়ের ধারা বজায় রেখে ভারতকে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা একদিনের সিরিজে ব্যবধান কমাতে পারে কি না। তাই পঞ্চম একদিনের ম্যাচ দু'দলের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আজ লুধিয়ানার মাটিতে ইস্টবেঙ্গলের মরণ-বাঁচন লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার: আজ লুধিয়ানার মাটিতে মিনার্ভা এফসি'র বিরুদ্ধে আই লিগে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচটি কার্যত ফাইনাল। এক কথায় বলা যায়, মরণ-বাঁচন লড়াই। আপাতত লিগ শীর্ষে থাকা মিনার্ভাকে হারাতে পারলে ভাল। না হলে গত ১৪ বছরের মতো এবারও আই লিগ খেতাব অধরা থেকে যাবে ইস্টবেঙ্গলের কাছে। তবে মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ খালিদ জামিলের চিন্তা ফুটবলারদের সুযোগ নষ্ট করা নিয়ে। চার ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার পর আগের ম্যাচে ইনজুরি টাইমে ডুডুর করা গোলে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে বড় ব্যবধানে জয় পেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। তবে ইন্ডিয়ান অ্যারোজ ম্যাচ ভুলে এখন ইস্টবেঙ্গল কোচ খালিদ জামিলের লক্ষ্য মিনার্ভা এফসি ম্যাচ। ১৩ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপাতত লিগ খেতাবের দৌড়ে সবার আগে রয়েছে লুধিয়ানার মিনার্ভা এফসি। সম সংখ্যক ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ইস্টবেঙ্গল রয়েছে তৃতীয় স্থানে। ফলে লিগ খেতাবের লড়াইয়ে টিকে রয়েছে তৃতীয় স্থানে। লিগ খেতাবের লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে মিনার্ভার বিরুদ্ধে জয় ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই লাল-হলুদ শিবিরের কাছে। মরণ-বাঁচন লড়াইয়ের আগের দিন অনুশীলন শেষে

লাল-হলুদ কোচ খালিদ জামিল বলেন, মিনার্ভা এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচটি হল আমাদের কাছে ডু অর ডাই ম্যাচ। এই ম্যাচে জিততে না পারলে লিগ খেতাব দৌড় থেকে ছিটকে যেতে হবে। তাই জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। মরণ-বাঁচন লড়াইয়ের ম্যাচে খেলতে নামার আগে লাল-হলুদ শিবিরে স্বস্তির খবর হল চোট সারিয়ে মিনার্ভা ম্যাচে মাঠে নামছেন দলের নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার আল আমনা। গোলের জন্য লাল-হলুদ কোচ তাকিয়ে রয়েছেন নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ডুডুর দিকে। আগের ম্যাচে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে গোল করে দলকে জয় এনে দেওয়ার পর এবার লুধিয়ানার মাটিতে মিনার্ভা এফসির বিরুদ্ধে গোল করে মূল্যবান তিন পয়েন্ট এনে দিয়ে দলকে লিগ খেতাবের লড়াইয়ে রেখে দিতে চান ডুডু। ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক অর্ণব মণ্ডল বলেন, মিনার্ভার বিরুদ্ধে ম্যাচটি আমাদের কাছে কার্যত আই লিগের ফাইনাল ম্যাচ। তাই তিন পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। আমরা জানি ওদের মাঠে জয় পাওয়াটা কঠিন হলেও, অসম্ভব নয়। ঘরের মাঠে দু'গোলে পিছিয়েও ম্যাচ ড্র করেছি। আশা করি এবার অ্যাওয়ে ম্যাচে তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ খেতাব লড়াইয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারব। অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে লিগ খেতাবের আরও কাছে পৌঁছে যাওয়াই লক্ষ্য মিনার্ভা এফসি দলের। ঘরের মাঠে তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করতে মিনার্ভার বড় ভরসা চেঞ্জে। এখন দেখার, মরণ-বাঁচন ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে কি না।

আই লিগে ফের হার বাগানের

স্টাফ রিপোর্টার: আই লিগে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে হার মোহনবাগানের। সবুজ-মেরুন শিবির ১-২ গোলে হারল গোকুলাম এফসির বিরুদ্ধে। যুবভারতীতে মোহনবাগান হারল লিগ টেবিলে সবার নিচে থাকা দল গোকুলামের কাছে। ম্যাচ হেরে আই লিগ খেতাব দৌড় থেকে ছিটকে গেল মোহনবাগান। শুধু আই লিগ খেতাব দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়াই নয়, লাস্ট বয়ের কাছে হেরে সুপার কাপে খেলায় অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল শঙ্করলাল চক্রবর্তীর দলের। লিগ টেবিলে সবার নিচে থাকা গোকুলামের কাছে ম্যাচটিতে কিছু হারাবার ছিল না। বরং ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারলে অবনমনের হাত থেকে বাঁচার লড়াইয়ের জন্য কিছুটা অক্সিজেন পাবে। তাই ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণেই ঝাঁপিয়ে পড়ে গোকুলাম এফসির ফুটবলাররা। প্রথমার্ধে দাপট দেখালেও গোল পায়নি তারা। গোলমুখে ফুটবলারদের ব্যর্থতার

পাশাপাশি বাগানের গোলরক্ষক শিল্টন পাল বেশ কয়েকটি নিশ্চিত গোল বাঁচান। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান ডিফেন্ডারদের ভুলে আলজামি গোল করে গোকুলামকে এগিয়ে দেন। ম্যাচের বয়স তখন ৭৭ মিনিট। তবে ১ মিনিটের মধ্যে গোল করে ম্যাচের সমতা ফেরান ডিপান্ডা ডিকা। ৯টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে এগিয়ে থাকলেও দলকে জেতাতে ব্যর্থ ডিকা। ম্যাচের ইনজুরি টাইমে গোকুলামের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন হেনরি। ১৪ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে চতুর্থ স্থানে রইল মোহনবাগান। অন্যদিকে, মোহনবাগানকে হারিয়ে গোকুলাম খেতাব দৌড়ের লড়াইয়ে অনেকটাই সুবিধা করে দিল মিনার্ভা এফসি, নেরোকা এফসি এবং ইস্টবেঙ্গলকে।

আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার জন্য প্রস্তুতি মহমেডানের

স্টাফ রিপোর্টার: আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার জন্য অনুশীলন শুরু হল মহমেডানের। সোমবার নিজেদের মাঠে কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের কোচিংয়ে প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক অনুশীলন করলেন সাদা-কালো শিবিরের ফুটবলাররা। তবে প্রথম দিনের অনুশীলনে হাজির ছিলেন না উইলিস প্লাজা। আই লিগে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে খেললেও মাঝ পথে তাঁকে বাতিল করে দেন ইস্টবেঙ্গলের কর্তারা। ফলে আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার জন্য মহমেডান কর্তারা সই করান প্লাজাকে। শুধু প্লাজাই নন, মোহন বাগানের বাতিল ফুটবলার কামোকেও দলে নিতে চলেছেন সাদা-কালো শিবিরের কর্তারা। মোহনবাগান থেকে বাতিল হওয়ার পর কামো আই লিগের প্রথম ডিভিশনে বেশ কিছু খেলেন গোকুলাম এফসির হয়ে। তবে গোকুলামের জার্সি গায়ে খুব একটা ভাল পারফরম্যান্স করতে পারেননি তিনি। তাই তাঁকে বাতিল করে দেওয়া হয়। গোকুলাম থেকে বাতিল হতেই মহমেডান কর্তারা কথা বলেন কামোর সঙ্গে। আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে তিন জন বিদেশি খেলানো যাবে। এর মধ্যে একজনকে এশিয়ান কোটায় দলে নিতে হবে। ঘরোয়া লিগে খুব একটা ভাল পারফরম্যান্স করতে না পারলেও আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের ভাল পারফরম্যান্স করার ব্যাপারে আশাবাদী মহমেডান কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। প্রথম দিনের অনুশীলন শেষে তিনি বলেন, আই লিগে দল ভাল খেলবে।

রিকি পন্টিং: সর্বকালের সেরা সফল ক্রিকেটার এবং কিংবদন্তী অধিনায়ক

সিডনি, ১২ ফেব্রুয়ারি: ব্যাটসম্যানদের বিচলিত করে দেওয়ার জন্য পেসাররা হঠাৎ করেই বাউন্সার দিয়ে বসেন। বাউন্সার থেকে নিজের শরীরকে বাঁচানোর জন্য ব্যাটসম্যানরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কেউ বল থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এলোমেলো শট খেলে বসেন। দেখে-শুনে বল ছেড়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন অনেক ব্যাটসম্যান।

রিকি পন্টিং এদিক থেকে অন্যান্য ব্যাটসম্যান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শর্ট বলে তাঁর দুর্বলতা নেই বললেই চলে। বরঞ্চ তাঁর বিপক্ষে শর্ট বল করার সময় পেসাররা দ্বিতীয়বার ভাবতেন। তাঁর ট্রেডমার্ক শর্ট ছিল পুল। যখনই তাঁর দিকে শর্ট বল ধেয়ে আসত, তিনি তাঁর দুর্দান্ত পুল শটে বল সীমানা ছাড়া করতেন সফলতার সঙ্গে। বিশ্ব ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ভাল পুল শট খেলা ব্যাটসম্যান তিনিই।

১৯৭৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর, তাসমানিয়ার লন্সেসটোনে গ্রেইম ও লোরেইন পন্টিং দম্পতির চার সন্তানের মধ্যে সবার বড় রিকি থমাস পন্টিং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গ্রেইম পন্টিং ক্লাব ক্রিকেট খেলতেন। কাকা গ্রেগ ক্যাম্পাবেল ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলেছিলেন। তাঁর মা লোরেইনও খেলাধূলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মাত্র আট বছর বয়সে মাওব্রে ক্রিকেট ক্লাবে অনুশীলন করতেন রিকি। ১১ বছর বয়সে মাওব্রে অনূর্ধ্ব ১২ ক্রিকেট দলের হয়ে খেলেন। জুনিয়র ক্রিকেটে নজরকাড়া নৈপুণ্য দেখানোর ফলে ১৯৯১ সালে অ্যাডিলেডের অস্ট্রেলিয়ান ইন্সটিটিউট অব স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ডাক পান তিনি। সেখানকার কোচ রোড মার্শ তাঁর সম্পর্কে বলেন, ১৭ বছর বয়সি রিকি পন্টিংয়ের মতো ব্যাটসম্যান তিনি আর দেখেননি। ১৯৯১ সালে অ্যাকাডেমিতে শেন ওয়ার্নের সঙ্গে দেখা হয় রিকি পন্টিংয়ের। তাঁর বিখ্যাত ডাকনাম 'পান্টার' শেন ওয়ার্নেরই দেওয়া। ১৯৯২ সালের নভেম্বরে মাত্র ১৭ বছর ৩৩৭ দিন বয়সে শেফিল্ড শিল্ডে তাসমানিয়ার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে রিকি পন্টিংয়ের। তাসমানিয়ার সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক ঘটে তাঁর। আগের রেকর্ডটি ছিল ডেভিড বুনের। তিনি ১৭ বছর ৩৫১ দিন বয়সে তাসমানিয়ার হয়ে নিজের অভিষেক ম্যাচ খেলেছিলেন। এই ডেভিড বুনের সঙ্গেই জুটি বেঁধে ৫৬ রানের ইনিংস খেলেন পন্টিং। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের প্রথম শতকের দেখা পান ১৮ বছর ৪০ দিন বয়সে। তাসমানিয়ার সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে শতক হাঁকানোর রেকর্ড গড়েন তিনি। এখানেও তিনি ডেভিড বুনের রেকর্ড ভাঙেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে রান করে ১৯৯৩ সালেই অস্ট্রেলিয়ার দলের ভাবনায় চলে আসেন পন্টিং। সেবার ড্যামিয়েন মার্টিন সুযোগ পান।

১৯৯৪-৯৫ মরশুমের শেফিল্ড শিল্ডের প্রথম ম্যাচে কুইন্সল্যান্ডের বিপক্ষে শতক হাঁকিয়ে মরশুম

শুরু করেন রিকি পন্টিং। ক্যুইন্সল্যান্ডের অধিনায়ক ছিলেন ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক অ্যালান বর্ডারের ক্রিকেট ক্যারিয়ার তখন শেষলগ্নে। ব্যাটসম্যান বর্ডারের বিকল্প তখনও খুঁজে পায়নি অস্ট্রেলিয়া। তিনি নিজেই পরামর্শ দেন আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে রিকি পন্টিংকে দলে সঙ্গে রাখার জন্য। ১৯৯৪ সালের ৪টা নভেম্বর ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২১১ রানের ইনিংস খেলে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার আগেই ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ডে ভাগ বসান পন্টিং। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রিকি পন্টিং একাধারে পঞ্চম শতক হাঁকিয়েছিলেন। শেফিল্ড শিল্ডে নির্দিষ্ট একটি রাজ্যের বিপক্ষে একাধারে ডন ব্র্যাডম্যানও সর্বোচ্চ পাঁচটি শতক হাঁকিয়েছিলেন। ১৯৯৫ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে প্রিয় বন্ধু জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সঙ্গে রিকি পন্টিংও অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে দলে ছিলেন। একই ড্রেসিংরুমে থেকে দলের অন্যান্য ক্রিকেটারদের চলাফেরা লক্ষ্য করতেন রিকি পন্টিং। ঘরোয়া ক্রিকেট রানের ফোয়ারা ছোটানোর পর ১৯৯৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক একদিনের ম্যাচ খেলেন নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত চার দেশীয় ওডিআই সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় তাঁর পথ চলা শুরু হয়। অভিষেক ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ছয় নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৬ বলে এক রান করেন। কেরিয়ারের প্রথম দুই ম্যাচে ছয়ে ব্যাট করেন রিকি পন্টিং। তৃতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে নিজের পছন্দের ব্যাটিং পজিশন তিনে ব্যাট করতে নেমে ৬২ রানের ইনিংস খেলেন। উপমহাদেশে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের দলে ছিলেন রিকি পন্টিং। গ্রুপ পর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভয়ঙ্কর বোলিং লাইনআপের বিপক্ষে হেলমেট না পরে ক্যাপ পরেই ব্যাট করতে নামেন পান্টার। হয়তো জানান দিচ্ছিলেন, তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসারদের মোকাবিলা করতে ভীত নন। অথবা পেসাররা রেগে তাঁকে শর্ট বল করবে আর তিনি তাঁর ট্রেডমার্ক পুল শর্ট খেলবেন। সবকিছু তাঁর ইচ্ছেমতো চলছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১১২ বলে ১০২ রানের ইনিংস খেলে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে বিশ্বকাপে শতক হাঁকানোর রেকর্ডও গড়েন তিনি।

মাথায় ব্যাগি গ্রিন ক্যাপ পরতেও খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি রিকি পন্টিংকে। ব্যাগি গ্রিন ক্যাপ পাওয়ার স্বপ্ন অস্ট্রেলিয়ার সব ক্রিকেটারেরই থাকে। পন্টিং ব্যতিক্রম নন। তাই হাতে পেয়ে প্রাণ ভরে গন্ধ শুঁকলেন ব্যাগি গ্রিন ক্যাপটির। ১৯৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পার্থের পেস বান্ধব উইকেটে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে রিকি পন্টিংয়ের। অভিষেক ইনিংসে ৯৬ রানের ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন। মাত্র চার রানের জন্য শতক হাতছাড়ার আক্ষেপ নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। তিনি এখনও মনে করেন, সেদিন আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তে আউট হন। মেলবোর্নে নিজের দ্বিতীয় টেস্ট ইনিংসে খেলেন ৭১ রানের ইনিংস। কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতক হাঁকানোর জন্য বেছে নেন মর্যাদাপূর্ণ অ্যাসেজ টেস্ট। লিডসে ১৯৯৭ সালের অ্যাসেজে নিজের প্রথম ইনিংসে ২০২ বলে ১২৭ রান করেন।

জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার সময়টা বেশ ভালই কাটাচ্ছিল রিকি পন্টিংয়ের। সতীর্থদের সঙ্গে ড্রেসিংরুমে আড্ডা, সবার সঙ্গে নাইট আউট। বিয়ার পান করা। এসবের সঙ্গে রিকি পন্টিংও মানিয়ে নেয়। ১৯৯৯ সালের ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওডিআই ম্যাচ শেষে সিডনির কিংস ক্রস বারে পান করতে গিয়েছিলেন পন্টিং। সেই রাতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পান করে একজনের সঙ্গে বাক্‌বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। শাস্তিস্বরূপ তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। ২০০০ সালে রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রিয়ান্নার। এরপর থেকে পন্টিংয়ের জীবনে পরিবর্তন আসা শুরু করে। তাঁর পোশাক-আশাক, চলাফেরা সবকিছুতেই পরিবর্তন আসে। ২০০২ সালে রিয়ান্নার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন পন্টিং। তাঁর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসা শুরু করে, যার পুরো কৃতিত্ব তিনি রিয়ান্নাকে দিয়েছেন তিনি। (ক্রমশ)

অনুশীলন শুরু করা নিয়ে সমস্যায় বাংলা কোচ রঞ্জন

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রুপ লিগের দুটি ম্যাচে সহজেই ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলা। এবার লড়াই মূল পর্বের আসরে। মূল পর্বের ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতায়। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বের আসর অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে বাংলা দলের অনুশীলন শুরু করতে চান কোচ রঞ্জন চৌধুরি। কিন্তু অনুশীলন শুরু করা নিয়ে বেশ সমস্যায় বাংলার কোচ। প্রাথমিক পর্বে যারা বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের নিয়েই অনুশীলন শুরু করতে চান বাংলা কোচ। কিন্তু শিবিরে ডাক পাওয়া ফুটবলাররা অধিকাংশই রয়েছেন মহমেডান দলে। মহমেডান আই লিগে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলবে। তাই বাংলা শিবিরের জন্য ফুটবলারদের ছাড়তে নারাজ সাদা-কালো শিবিরের কর্তারা। তাই মূল পর্বে খেলার জন্য অনুশীলন শুরু করা নিয়ে বেশ চিন্তিত কোচ রঞ্জন চৌধুরি। এখন দেখার, সমস্যা কাটিয়ে সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বে খেলার জন্য বাংলার অনুশীলন কটা থেকে শুরু করতে পারেন কোচ রঞ্জন।

গোলাপি ম্যাচে প্রোটিয়াদের অপরাজিত আখ্যা বজায়

জোহানেসবার্গ, ১২ ফেব্রুয়ারি : একদিনের ক্রিকেটে গোলাপি জার্সিতে ফের দক্ষিণ আফ্রিকার জয়। গোলাপি জার্সি গায়ে পাঁচটি ম্যাচ জয়ের পর ভারতের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ ম্যাচেও জয় পেল দক্ষিণ আফ্রিকা।

ব্রেস্ট ক্যানসারের বিরুদ্ধে সচেতনতার বৃদ্ধিতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড। ব্রেস্ট। ক্যানসারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে ঘরের মাঠে যেকোনও সফরকারী দলের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের একটি ম্যাচ পিঙ্ক জার্সি পড়ে খেলে তারা। সেই ম্যাচ থেকে যে অর্থ রোজকার হয় তা ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হয়। ভারতের বিরুদ্ধে গোলাপি জার্সি পরে চতুর্থ একদিনের ম্যাচে খেলতে নামার আগে এতদিন পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ গোলাপি জার্সি পরে খেলেছে প্রোটিয়ারা। আর এই পাঁচটির মধ্যে পাঁচটি ম্যাচেই শেষ হাসি হেসেছিল তারা। যার মধ্যে ছিল ভারতের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ। ভারতের বিরুদ্ধে গোলাপি জার্সি পরে ষষ্ঠ ম্যাচে খেলতে নেমেও ম্যাচ জিতেই মাঠ ছাড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে ৬ ম্যাচের একদিনের সিরিজে ৩-০ তে হারার পর যখন তারা সিরিজ হারের মুখে তখনই ঘুরে দাঁড়াল দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির। চতুর্থ ম্যাচ জিতে সিরিজ ড্র করার আশা জিইয়ে রাখার পাশাপাশি গোলাপি জার্সি গায়ে ৬টি ম্যাচ জেতার রেকর্ড গড়ল তারা। তবে এর আগে গোলাপি জার্সি গায়ে প্রোটিয়াদের পাঁচটি ম্যাচে জয়ের ক্ষেত্রে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন এবি ডিভিলিয়ার্স। যার মধ্যে ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১০৮ বলে ১২৮ রানের দুরন্ত ইনিংসও। কিন্তু ষষ্ঠ ম্যাচে দলের অন্য ক্রিকেটাররা ভাল খেললেও ডিভিলিয়ার্স শুরুটা ভাল করেও ১৮ বলে ২৬ রানে আউট হলেন। ব্যাট হাতে বড় রান পেলেও ডিভিলিয়ার্স দলে ফিরতেই একদিনের সিরিজে জয়ের সরণিতে ফিরল প্রোটিয়ারা। পাশাপাশি গোলাপি ম্যাচ যে প্রোটিয়াদের জন্য লাকি তা আরও একবার প্রমাণিত হল।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত • স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা • মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা